দৈনিক সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM

তারিখঃ ১৪/১০/২০২৫ (পৃষ্ঠা :০৬)

কৃষি যান্ত্রিকীকরণে জোর দিতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর : পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য (সচিব) ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, কৃষিকে এগিয়ে নিতে হলে যান্ত্রিকীকরণে গুরুত্ব দিতে হবে। শনিবার (১১ অক্টোবর) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) পরিদর্শনকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

দিনব্যাপী সফরে তিনি "যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ (এসএফএমআরএ) প্রকল্পসহ ব্রির বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং প্রকল্প পরিচালকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

পরিদর্শন শেষে 'দেশীয় উপযোগী ব্রি কৃষিযন্ত্র উদ্ভাবন, উন্নয়ন, প্রস্তুতকরণ ও বাজারজাতকরণথ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, "খাদ্য নিরাপত্তায় ব্রির অবদান অনস্বীকার্য। উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ধানের উৎপাদন বহুগুণে বেড়েছে। এখন সময় এসেছে কৃষিকে পুরোপুরি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়ার।

কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে ব্রির মহাপরিচালক, ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান বলেন, "দেশের খাদ্যনিরাপত্তা রক্ষায় ব্রি নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিরলসভাবে কাজ করছে এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণেও অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের ফসল উইংয়ের যুগ্ম প্রধান ফেরদৌসী আখতার, ব্রির পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. রফিকুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন) ড. মুন্নুজান খানম, এসএফএমআরএ প্রকল্প পরিচালক ড. একেএম সাইফুল ইসলামসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও কৃষিযন্ত্র প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ১৪/১০/২০২৫ (পৃষ্ঠাঃ ১৬,০৪)

স্বীকৃতি পাচ্ছে কৃত্রিম ‘মিনিকেট’ চাল

উবায়দুল্লাহ বাদল ▷

বাস্তবে অস্তিত্ব না থাকলেও দেখতে সরু ও ঝকঝকে চেহারার ‘মিনিকেট’ চালের স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে সরকার। আইনি নিষেধাজ্ঞা থাকায় সম্প্রতি এ চাল বাজারজাত বন্ধ করতে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছিল জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। পরে মন্ত্রণালয়ের চাপে সেই চিঠি স্থগিত করেছে সরকারি এই প্রতিষ্ঠানটি। বিষয়টি নিয়ে গত ২৯ সেপ্টেম্বর আন্ত মন্ত্রণালয় বৈঠক করেছে খাদ্য মন্ত্রণালয়। সেখানে বিস্তারিত আলোচনা শেষে কৃষি, খাদ্য, বাণিজ্য ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই কমিটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে।

মিনিকেট নামে আদৌ কোনো ধান নেই সাফ জানিয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। তাদের মতে, ব্রির উদ্ভাবিত বিভিন্ন সরু আকৃতির ধান থেকে উৎপাদিত চাল পলিশ করে বাজারে মিনিকেট নামে বিক্রি করা হচ্ছে। দুই বছর আগে আইন করে এই নামের চাল বাজারজাত নিষিদ্ধ করা হলেও দাপট কমেনি মিনিকেটের। বর্তমান বাজারে ১৮টি নামে বিক্রি হচ্ছে এ চাল।

- চার মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত
- বাস্তবতা মেনে প্রয়োজনে আইন সংশোধন করতে হবে : খাদ্যসচিব

উল্লিখিত বিষয়ের সত্যতা নিশ্চিত করে খাদ্যসচিব মাসুদুল হাসান নিজ দপ্তরে কালের কণ্ঠকে বলেন, জাত নাম না থাকলেও মিনিকেট

▶▶ পৃষ্ঠা ৪ ক. ৫

স্বীকৃতি পাচ্ছে কৃত্রিম ‘মিনিকেট’

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

নামে প্রচুর চাল বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, যা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভোক্তা অধিকার এ নামে চাল বাজারজাত বন্ধ করার চিঠি দিয়েছিল। মিনিকেট তুলে নেওয়া হলে চালের বাজার অস্থির হয়ে উঠবে। চালের দামে নৈরাজ্য শুরু হবে। যে নামেই হোক, লাখ লাখ মানুষ এ চাল খাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, এসংক্রান্ত আইনটি করার আগে অংশীজনের কোনো মতামত নেওয়া হয়নি। এ কারণে এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করতে হবে। বৈঠকে এ ধরনের মতামতই বেশি এসেছে। তার পরও চার মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাদের সুপারিশের আলোকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. ইসমাইল হোসেন জানান, মিনিকেট নামে আসলে কোনো ধানের জাত নেই। ভারতের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে পাঁচ-দশ কেজি চালের প্যাকেট বিতরণ করা হতো—যেগুলোকে বলা হতো ‘মিনিকেট’। পরে সেখান থেকে বাংলাদেশে মিনিকেট নামের চালের বাজারজাত শুরু হয়। মূলত ব্রি-২৮ ও ব্রি-২৯ ধান পলিশ ও গ্রেডিং করে বাজারে মিনিকেট বা নাজির নামে চালানো হচ্ছে।

মোটা ধান পলিশ করে মিনিকেট বানানোর এ প্রক্রিয়া বন্ধে ২০২৩ সালে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ, স্থানান্তর, পরিবহন, সরবরাহ, বিতরণ, বিপণনসহ এসংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধে আইন গেজেট আকারে প্রকাশ করে সরকার। এ আইনের ৩ নম্বর ধারায় কোনো অনুমোদিত জাতের খাদ্যশস্য থেকে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যকে ভিন্ন বা কাল্পনিক নামে বিপণনকে অপরাধ হিসেবে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের স্বাভাবিক উপাদানকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অপসারণ বা পরিবর্তন করে উৎপাদন বা বিপণনকেও অপরাধ হিসেবে বিবেচিত করা হয়েছে। এ ধরনের অপরাধে অনূর্ধ্ব দুই বছরের কারাদণ্ড বা ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। তার পরও বাজারে দেদার মিনিকেট নামে চাল বিক্রি হচ্ছে। ২৯ সেপ্টেম্বর আন্ত মন্ত্রণালয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এমন একাধিক কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘যেখানে কয়েক কোটি মানুষ মিনিকেট নামে বাজার থেকে প্রতিদিন চাল কিনছে। সেখানে নামের কারণে কোনো সমস্যা তো হচ্ছে না। আর যাঁরা বলছেন, চাল কেটে মিনিকেট তৈরি করা হয়, সেটা সঠিক নয়। কারণ, চাল কাটার মতো মেশিন এখনো আবিষ্কার হয়নি। এগুলো সবই এক ধরনের গসিপ। আমরাও চাই আইন সংশোধনের মাধ্যমে এই মিনিকেট জঞ্জাল থেকে মুক্তি পেতে।’